বাংলার পার্টিশন-কথা

উত্তর প্রজন্মের খোঁজ

ভূমিকা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা | মননকুমার মণ্ডল

‘পার্টিশন’ প্রজন্ম-হন্তারক; ১৯০৫, ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর উপর্যুপরি ভাঙনের পথে বাংলার পার্টিশন আখ্যান পরিবর্ধিত হতে হতে এক ক্রমপ্রসরমাণ প্রতর্কের চালচিত্র গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে উত্তর প্রজন্মের খোঁজ কী সেই দীর্ঘ আলোচনায় ক্লিশে হয়ে যাওয়া ইতিহাসে পৌঁছনোর? না কি নিজের আখ্যানের এমন বয়ানের খোঁজ—যা ছড়িয়ে আছে তার চারপাশে, সমাজের মন-মানসিকতায়, রাষ্ট্রতন্ত্রের স্তরে স্তরান্তরে। সেই পরিচিতির আবর্তে সতত জায়মান অন্তর্ভুক্তি ও প্রত্যাখ্যান—উত্তর প্রজন্মের খোঁজের শুরু সেখান থেকে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রায় বিশ কোটি মানুষের জীবনের সহাবস্থান এই খোঁজের ভিত্তি; আর মন ও বাস্তবের সীমান্ত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষের গল্পকথা তার আত্মা। বাংলার পার্টিশন আখ্যান কি কেবলই এক-একটি ছিন্নতার আখ্যান? না কি এই ভাঙনের কথামালা বহুভাষিক রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট পরিচিতির মহৎ কোনো আখ্যানের অংশ—যা বয়ে চলে নিরন্তর, জাত-ধর্ম-ভাষার বহুকৌণিক সম্ভবনাময় বিস্তারে।

সমষ্টির সামূহিক চৈতন্যে ধ্বংস ও নির্মাণের আখ্যান বহুস্তরিক। আত্মধ্বংস ও আত্মনির্মাণের সামাজিক কাহিনি বহুকাল ধরে বলা হয়ে চলে, বিরামহীন, যতিহীন তার বিস্তার। হলোকস্ট, পার্টিশন অথবা বিপুল বিস্তারী গণ-প্রব্রাজনের যে-কোনো কথামালারই এক ধরনের লৌকিক স্বর থাকে—নির্দিষ্ট কৌম সমাজে তার ছায়াপাত আখ্যানের এক মহতী নির্মাণে নিয়োজিত থাকে। ব্যষ্টির বুনে চলা সেই কথামালার সম্মিলনে গড়ে ওঠে মহা-আখ্যান। গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা সেই মহা-আখ্যানের অংশ। পার্টিশনের যে আখ্যান এখনও লেখা শেষ হয় নি। বাংলার পার্টিশন চূর্ণককে এমনই এক মহৎ আখ্যানের অংশ হিসেবে পাঠের অভিপ্রায় উত্তর প্রজন্মের দায়। *বাংলার পার্টিশন কথা: উত্তর প্রজন্মের খোঁজ* এমন অভিপ্রায় থেকে উঠে আসা তিন খণ্ডে পরিকল্পিত গ্রন্থ।

সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University

9 789382 112839

₹750

উত্তর প্রজন্মের খোঁজ

বাংলার পার্টিশন-কথা

ভূমিকা, সম্পাদনা ও গ্রন্থনা | **মননকুমার মণ্ডল**

পার্টিশন-আখ্যান একমুখী নয়, বহুমাত্রিক, এমনকী বহু বিভঙ্গে বিশ্লিষ্ট। কেবলমাত্র লিখনের পরিসরে বাংলার পার্টিশন আখ্যানকে দেখা সমীচীন নয়, কারণ লোকপরিসরে জেগে থাকা গল্পগাথা, জীবনের অভিজ্ঞতাও এর উপাংশ। লোকপরিসর ব্যতিরেকে বাংলার পার্টিশন-আখ্যান লিখন ও পাঠ অসম্ভব। ফলত বাংলার পার্টিশন বিষয়ে জনপরিসরে পরিগৃহীত আখ্যান-চুর্ণকের গুরুত্ব অপরিসীম। পার্টিশনের প্রেক্ষাপটে রাজনীতি, অর্থনীতির যুক্তি যেমন ইতিহাসলেখ নির্মাণ করেছে তেমনই মানবিক প্রকাশের তন্ত্রটি কাজ করেছে আখ্যানের হয়ে ওঠায়। প্রথম খণ্ডের প্রলম্বিত উদ্যোগে দ্বিতীয় খণ্ডে সাজানো হয়েছে তিরিশটি জীবনভাষ্য, কথোপকথন এবং দুই-বাংলা মিলিয়ে আটজন লেখক ও বিশিষ্টজনের সঙ্গে আলাপ। সংযুক্ত হয়েছে বিভিন্ন প্রসঙ্গের আরও পাঁচটি সমীক্ষামূলক নিবন্ধ; যেগুলি ক্ষেত্রসমীক্ষার অনুসন্ধানী খোঁজ থেকে উঠে আসা কথামালায় ভরপুর। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক পরিসর ব্যবহার করে গড়ে ওঠা একটি জনগবেষণা প্রকল্প এই গ্রন্থ নির্মাণের মূল ভিত্তি। পরিকল্পিত তিন খণ্ডে এর বিস্তার।

উত্তর প্রজন্মের খোঁজ

বাংলার পার্টিশন-কথা

মননকুমার মণ্ডল বর্তমানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব হিউম্যানিটিসের অধিকর্তা, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। তাঁর আগ্রহের বিষয় বাংলা কথাসাহিত্য, ভারতীয় আখ্যান, পার্টিশন সাহিত্য, মুক্তশিক্ষা ব্যবস্থা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পি.এইচ. ডি করেছেন। 'জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল ফান্ড স্কলারশিপ'(২০০৫)সহ পেয়েছেন 'সাংহাই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভিজিটিং ফেলোশিপ'(২০১৭)। তাঁর প্রকাশিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের কয়েকটি হল, *আধুনিক বাংলা উপন্যাস: ব্যষ্টি ও সমষ্টি* (এবং মুশায়েরা ২০১৩), *পার্টিশন সাহিত্য: দেশ-কাল স্মৃতি* (সম্পাদিত, গাঙচিল, ২০১৪), *আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রসঙ্গে* (১-৩ খণ্ড, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪-১৭) ইত্যাদি। এছাড়া দেশে-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রায় চল্লিশটি প্রবন্ধ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত 'বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি' পিপল্‌স রিসার্চ প্রজেক্টের পরিকল্পক ও মুখ্য পরিচালক। ২০১৬-২০২০ সময়কালে এই প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন ও আছেন প্রায় ৫০ জন শিক্ষক, গবেষক ও সমীক্ষক।

'পার্টিশন' প্রজন্ম-হন্তারক: ১৯০৫, ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর উপর্যুপরি ভাঙনের পথে বাংলার পার্টিশন আখ্যান পরিবর্ধিত হতে হতে এক ক্রমপ্রসরমাণ প্রতর্কের চালচিত্র গড়ে তুলেছে। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে উত্তর প্রজন্মের খোঁজ কী সেই দীর্ঘ আলোচনায় ক্লিশে হয়ে যাওয়া ইতিহাসে পৌঁছনোর? না কি নিজের আখ্যানের এমন বয়ানের খোঁজ—যা ছড়িয়ে আছে তার চারপাশে, সমাজের মন-মানসিকতায়, রাষ্ট্রতন্ত্রের স্তরে স্তরান্তরে। সেই পরিচিতির আবর্তে সতত জায়মান অন্তর্ভুক্তি ও প্রত্যাখ্যান—উত্তর প্রজন্মের খোঁজের শুরু সেখান থেকে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের প্রায় বিশ কোটি মানুষের জীবনের সহাবস্থান এই খোঁজের ভিত্তি; আর মন ও বাস্তবের সীমান্ত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মানুষের গল্পকথা তার আত্মা। বাংলার পার্টিশন আখ্যান কি কেবলই এক-একটি ছিন্নতার আখ্যান? না কি এই ভাঙনের কথামালা বহুভাষিক রাষ্ট্রের এক বিশিষ্ট পরিচিতির মহৎ কোনো আখ্যানের অংশ—যা বয়ে চলে নিরন্তর, জাত-ধর্ম-ভাষার বহুকৌণিক সম্ভবনাময় বিস্তারে।

সমষ্টির সামূহিক চৈতন্যে ধ্বংস ও নির্মাণের আখ্যান বহুস্তরিক। আত্মধ্বংস ও আত্মনির্মাণের সামাজিক কাহিনি বহুকাল ধরে বলা হয়ে চলে, বিরামহীন, যতিহীন তার বিস্তার। হলোকস্ট, পার্টিশন অথবা বিপুল বিস্তারী গণ-প্রব্রাজনের যে-কোনো কথামালারই এক ধরনের লৌকিক স্বর থাকে—নির্দিষ্ট কৌম সমাজে তার ছায়াপাত আখ্যানের এক মহতী নির্মাণে নিয়োজিত থাকে। ব্যষ্টির বুনে চলা সেই কথামালার সম্মিলনে গড়ে ওঠে মহা-আখ্যান। গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা সেই মহা-আখ্যানের অংশ। পার্টিশনের যে আখ্যান এখনও লেখা শেষ হয় নি। বাংলার পার্টিশন চুর্ণককে এমনই এক মহৎ আখ্যানের অংশ হিসেবে পাঠের অভিপ্রায় উত্তর প্রজন্মের দায়। *বাংলার পার্টিশন কথা: উত্তর প্রজন্মের খোঁজ* এমন অভিপ্রায় থেকে উঠে আসা তিন খণ্ডে পরিকল্পিত গ্রন্থ।

সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন এণ্ড কালচারাল স্টাডিজ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Netaji Subhas Open University
9 789382 112839
₹750